সংবাদ

তারিখ ... 2 JUN 2004 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৫ ...

ডিনেটের ১০০তম কম্পিউটার স্বাক্ষরতা কেন্দ্রের উদ্বোধন

গ্রামের স্কুলগুলোতে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ প্রদানের দাবি

তথ্যপ্রযুক্তিকে সুবিধা বঞ্চিত মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে হাতে গোনা যেক'টি প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে ডি.নেট তার মধ্যে অন্যতম। গ্রামাঞ্চলের মানুষকে তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষায় শিক্ষিত করতে তারা যে ক'টি প্রকল্প হাতে নিয়েছে, কম্পিউটার সাক্ষরতা কেন্দ্র তার মধ্যে একটি। এ প্রকল্পটি চলছে মূলত প্রবাসী বাংলাদেশীদের আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভর করে। ডি. নেট প্রকল্পটি পরিচালনা করছে এবং প্রয়োজনীয় কারিগরি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।

সম্প্রতি ডি.নেট, খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলায় কেজিএইচএফ মৌখালী ইউনাইটেড একাডেমীতে-এর ১০০তম কম্পিউটার সাক্ষরতা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছে। ডি.নেট তার কম্পিউটার সাক্ষরতা কেন্দ্রগুলোর ক্রমবর্ধমান অগ্রগতির ধারাকে জনসম্মুখে প্রকাশের লক্ষ্যে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে ৩০ মে একটি সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সংবাদ সম্মেলনে আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডি.নেটের নির্বাহী পরিচালক ড. অনন্য রায়হান, বিডি জবসের প্রধান নির্বাহী এবং ডি.নেট-এর কার্যনির্বাহী কমিটির সভাপতি একেএম ফাহিম মাশরুর এবং ডি.নেট-এর কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচির সমন্বয়ক অজয় কুমার বসু এবং বিটিএন-এর প্রধান নির্বাহী মাহমুদ হাসান।

ড. অনন্য রায়হান তার বক্তব্যে বলেন, 'একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সক্ষম নতুন প্রজন্ম গড়ে তুলতে এবং শহর এবং গ্রামাঞ্চলের মাঝে বিরাজমান ব্যবধান ঘোচাতে এই পদক্ষেপ একটি মাইল ফলক। দেশের পল্লী অঞ্চলের মানুষেরা সবসময় আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি থেকে বঞ্চিত, যার ফলে অনেক সম্ভাবনাকে আমরা এখনও আবিষ্কার করতে পারিনি।

সময় এসেছে সেই সব সুবিধা বঞ্চিত মানুষের জন্য কার্যকরী সুযোগ সৃষ্টি করার। যার ফলে তারা তাদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে পারবে। এবং সামগ্রিকভাবে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে। আমরা এখন প্রায়ই ডিজিটাল বাংলাদেশের কথা বলি বা বাস্তবিক অর্থে কখনই সম্ভব নয়, যদি আমরা পল্লী অঞ্চলে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলন না করি। আমরা সরকারের সঙ্গে পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (PPP) এর আওতায় কাজ করে দেশের সব স্কুলকে আইসিটিতে দক্ষ করতে চাই।

একেএম ফাহিম মাশরুর তার বক্তব্যে বলেন- 'বর্তমানে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক উন্নয়নকে তরান্বিত করার জন্য আমাদের সরকার ও উন্নয়ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। যেসব প্রতিষ্ঠানগুলো দেশের পল্লী অঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজ করছে তাদের কার্যক্রমকে আরও সুসংগঠিত করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে নীতি ও অবকাঠামোগত সহযোগিতার প্রয়োজন।

অজয় কুমার বসু তার বক্তব্যে বলেন, ডি.নেট সবসময় তাদের কাজে সেসব বিষয়গুলোকে বেছে নেয় যেখানে তথ্য প্রযুক্তির সর্বোত্তম ব্যবস্থার নিশ্চিত করা হয়। শিক্ষা ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি সনাতন শিক্ষাদানের পদ্ধতিকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি মানুষের জন্য আর্থিক কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুযোগও সৃষ্টি হয়। ডি.নেট'র সিএলসি থেকে প্রশিক্ষণ প্রাপ্তদের মাঝে অনেকেই এখন তথ্য প্রযুক্তি ভিত্তিক ব্যবসায় পরিচালনা করছে এবং অন্যরা তাদের জীবনের জন্য সঠিক কর্মক্ষেত্রে বেছে নিয়েছে।

'আমরা বর্তমানে কিছু কার্যকরী উৎসের সন্ধান করছি যারা সরাসরি এ ধরনের কার্যক্রমে ভূমিকা রাখতে পারে। বড় কোম্পানি বা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো সিএলসি'র কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করার জন্য আর্থিক সহযোগিতা অথবা প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান করতে পারে। এ ছাড়া সরকারকে তার পূর্বঘোষিত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দেশের সব স্কুলকে বিনামূল্যে ইন্টারনেট সংযোগ দেয়ার জন্য অতি দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত মানিকগঞ্জের গোয়ালপাড়া স্কুলের কৃষি বিজ্ঞানের শিক্ষক মনসুর উদ্দিন তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, কিভাবে তিনি ডি.নেট থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তার স্কুলের ছাত্রদের কম্পিউটার শিক্ষা দেওয়া শুরু করেন। এই স্কুলে ডি.নেট একটি কম্পিউটার সাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপন করা সব ছাত্রদের শেখায় মানসিকতায় ইতিবাচক পরিবর্তনের কথাও উল্লেখ করেন তিনি।

২০০৫ সাল থেকে ডি.নেট তার কম্পিউটার সাক্ষরতা কর্মসূচির আওতায় দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কম্পিউটার সাক্ষরতা কেন্দ্র স্থাপন করছে। এই কর্মসূচি পরিচালনায় সার্বিক সহযোগিতা করছে ভলান্টিয়ার্স এসোসিয়েশন ফর বাংলাদেশ, নিউজার্সি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই কর্মকাণ্ডে উৎসাহিত হয়ে ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড (সিএসআর কর্মসূচির আওতায়), হোসাইন ট্রাস্ট এবং আই.কে ফাউন্ডেশন প্রকল্পের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে।

-মাহমুদ হোসেন